ব্যাপ্তি তর্কসংগ্রহে অন্নংভট্ট ব্যাপ্তির লক্ষণ দিয়েছেন এইভাবে – " যত্র ধূমঃ তত্র অগ্নিঃ ইতি সাহচর্য্য নিয়মঃ ব্যাপ্তিঃ"। অর্থাৎ সাহচর্যের নিয়মই হল ব্যাপ্তি। সাহচর্য পদের অর্থ হল সামানাধিকরণ্য। একই অধিকরণে থাকা। যেখানে ধূম থাকে সেখানে বহ্নি থাকে এইরূপ সাহচর্য নিয়মই হল ব্যাপ্তি। নিয়ম শব্দের অর্থ হল ব্যতিক্রমহীন। হেতু ও সাধ্যের যে সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ ব্যতিক্রমহীন তাকেই বলা হয় ব্যাপ্তি। হেতুর যা অধিকরণ তা যদি সর্বদা সাধ্যের অধিকরণ হয় অর্থাৎ হেতুর অধিকরণে সাধ্যের অভাব যদি না থাকে তাহলে হেতু ও সাধ্যের সামানাধিকরণ্য নিয়ত বা ব্যতিক্রমহীন।

ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় বা ব্যাপ্তি কিভাবে জানা যায় ?

ব্যাপ্তির জ্ঞানই অনুমিতির করণ বা অনুমান প্রমান। এখন প্রশ্ন হল ব্যাপ্তির জ্ঞান আমরা লাভ করি কি করে? চার্বাকগণ বলেন, ব্যাপ্তির জ্ঞান আমরা লাভ করতেই পারি না। সুতরাং অনুমান প্রমাণ বলেই গন্য হতে পাড়ে না। ধূম বহ্নির ব্যাপ্তি আমরা প্রত্যক্ষ করতেই পারি না। অতএব, ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি জ্ঞানও আমাদের হতে পারে না।

অন্নংভট্ট বলেছেন ভূয়োদর্শনের দ্বারা ব্যাপ্তিগ্রহ হয়। ভূয়োদর্শন মানে ভূয় সহচার দর্শন, পুনঃ পুনঃ সহচার দর্শন। তবে শুধুমাত্র সহচারের জ্ঞানের দ্বারা ব্যাপ্তি স্থির করা যায় না। কারণ পার্থিবত্ব ও লৌহলেখ্যত্বের শতবার সহচার দর্শন হলেও মণি প্রভৃতিতে তার ব্যাভিচার দেখা জায়। যদিও মণি পার্থিব পদার্থ, কিন্তু কোন লৌহ পদার্থ দিয়ে এর ওপর দাগ কাটা যায় না। তাই মণিতে পার্থিবত্ব থাকলেও লৌহলেখ্যত্ব নেই। সুতরাং দেখা গেল সহচারের ভূয়োদর্শন দ্বারা ব্যাপ্তি স্থির করা যায় না।

বস্তুত দীপিকা টীকাতে অন্নংভট্ট এইরকম আশঙ্কা প্রকাশ করে নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ভূয়োদর্শন শব্দের প্রকৃত অর্থ হল ব্যাভিচার জ্ঞানের অভাব সহকৃত সহচার জ্ঞান।

ন্যায়মতে, প্রত্যেকটি ভাবকার্য্যের উৎপত্তির জন্য প্রতিবন্ধকের অভাব কারণ হয়। ব্যাপ্তি জ্ঞান একটি ভাব পদার্থ। ব্যাভিচার জ্ঞান এর প্রতিবন্ধক। তাই যে ক্ষেত্রে ব্যাভিচার জ্ঞান আছে সেক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় না। ব্যাভিচার জ্ঞান দুই প্রকার – নিশ্চয় ও সংশয়। যেক্ষেত্রে নিশ্চিত ব্যাভিচার জ্ঞান আছে সেক্ষেত্রে ব্যাপ্তি জ্ঞান হয় না। আবার ব্যাভিচার জ্ঞানের সংশয় হলেও ব্যাপ্তি

জ্ঞান হয় না। যদি কোন ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সংশয় হয় তাহলে তর্ক দ্বারাই তাকে নিবারণ করা যায়। পর্বতে বহ্নি আছে যেহেতু তাতে ধূম আছে – যদি এই অনুমানের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সংশয় হয় তাহলে তর্ক দ্বারা তার নিবারণ করা যায়।

ন্যায়দর্শনে তর্ক এক বিশেষ ধরণের জ্ঞানকে বোঝায়। এই জ্ঞানকে বলা হয় আরোপজ্ঞান। ব্যাপ্য পদার্থের আরোপের দ্বারা ব্যাপক পদার্থের যে আরোপ তাই তর্ক। ব্যাপ্য ধূম সম্বন্ধে আমরা আরোপ করলাম ''বহ্নি শূন্যস্থানে ধূম থাকে '' – ধূম সম্বন্ধে এই আরোপের দ্বারা আমরা বহ্নি সম্বন্ধে আরেকটি আরোপে পৌঁছাই, সেটি হল "বহ্নি ধূমের কারণ নয়"। যদি বহ্নি শূন্যস্থানে ধূম থাকে তাহলে বহ্নি ধূমের কারণ হতে পারে না। কেননা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ এমন সম্বন্ধ যে কার্যের অধিকরণে কারণ থাকতে বাধ্য। কাজেই বহ্নি শূন্য স্থানে ধূম আছে এভাবে ধূম সম্বন্ধে আরোপ করলে বহ্নি সম্বন্ধে এই আরোপ করতে হবে যে বহ্নি ধূমের কারণ নয়। কিন্তু বহ্নি সম্বন্ধে এই আরোপ অনিষ্ট প্রসঙ্গের জনক হয়। কেননা বহ্নিকে ধূমের কারণ বলে স্বীকার না করলে আমাদের ব্যবহারিক জীবন অচল হয়ে পরে।

কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, রান্নাঘরে যে ধূম বহ্নির সহচার প্রত্যক্ষ করলাম, তা অই বিশেষ ধূমের সঙ্গে বিশেষ বহ্নির সহচার। পর্বতে যে ধূম দেখছি তা রান্নাঘরের ধূম থেকে ভিন্ন, পর্বতের ধূমে যে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে তা কী করে জানব?

এই প্রশ্নের উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন, রান্নাঘরে যখন আমি ধূম প্রত্যক্ষ করি তখন ঐ ধূমে সমবেত যে ধূমত্ব সামান্য তাকেও প্রত্যক্ষ করি। এরপর ঐ ধূমত্বের জ্ঞান আমার ইন্দ্রিয় এবং ধূমত্বের আশ্রয় সকল ধূমের মধ্যে অলৌকিক সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ রূপে কাজ করে তার ফলে সকল ধূমের অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয় । এভাবে সকল ধূমেই বহ্নি ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ করতে পারি।

পরামর্শঃ তর্কসংগ্রহে অন্নংভট্ট অনুমিতির লক্ষণ দিয়েছেন এইভাবে – পরামর্শ জন্যং জ্ঞানং অনুমিতি। অর্থাৎ পরামর্শ জনিত জ্ঞান হল অনুমিতি।

পরামর্শ শব্দের বিশেষ পারিভাষিক অর্থ হল – "ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতার জ্ঞান"। লক্ষণটির তাৎপর্য্য হল- কোন অনুমানের সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে হেতুটি আছে সেই হেতুটি ঐ অনুমানের পক্ষে আছে – এরূপ জ্ঞান হল পরামর্শ।

পরামর্শের প্রকৃতিটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিম্নোক্ত অনুমিতির ক্রমটি আলোচনা করা যেতে পারে –

পর্বত বহ্নিমান ধূমাৎ - আমরা পর্বতে ধূম প্রত্যক্ষ করি আমাদের হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বের জ্ঞান হয়। একে বলা হয় পক্ষধর্মতা জ্ঞান। এরপর আমরা " যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানে বহ্নি" এরূপ ব্যাপ্তি স্মরণ করি। এই জ্ঞানকে বলা হয় ব্যাপ্তিজ্ঞান। এরপর আমাদের এরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয় যে, বহ্নিব্যাপ্য ধূম পর্বতে আছে ,এই জ্ঞানটি হল পরামর্শ জ্ঞান। লক্ষণীয় যে তিনটি কারণের- দর্শনের পর স্মরণ, স্মরণ পর নিশ্চয় দ্বারা অনুমিতি উৎপন্ন হয়। তাই নিশ্চয় হল পরামর্শ।